

❏ রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালাহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৪ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ২: তওবার বিবরণ

(2) – باب التوبة

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
« وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فِي الْيَوْمِ ، أَأَثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ .

বাংলা

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১। পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।

৩। ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে।

উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোনো দোষ করে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে তা বৈধ করে নেবে।

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ৩১]

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সূরা নূর ৩১ আয়াত)

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ৩]

অর্থঃ “তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর।” (সূরা হূদ ৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا توبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم: ৮]

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা।” (সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)

১/১৪। আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি।” [1]

English

(2) Chapter: Repentance

Scholars said: It is necessary to repent from every sin. If the offense involves the Right of Allah, not a human, then there are three condition to be met in order that repentance be accepted by Allah:

- 1- To desist from committing it.
- 2- To feel sorry for committing it.
- 3- To decide not to recommit it.

Any repentance failing to meet any of these three conditions, would not be sound.

But if the sin involves a human's right, it requires a fourth condition, i.e., to absolve oneself from such right. If it is a property, he should return it to its rightful owner. If it is slandering or backbiting, one should ask the pardon of the offended.

One should also repent from all sins. If he repents from some, his repentance would still be sound according to the

people of sound knowledge. He should, however, repent from the rest. Scriptural proofs from the Book and the Sunnah and the consensus of the scholars support the incumbency of repentance.

Allah, the, Exalted says:

"And all of you beg Allah to forgive you, O believers, that you may be successful". (24:31)

"Seek the forgiveness of your Rubb, and turn to Him in repentance". (11:3)

"O you who believe! Turn to Allah with sincere repentance!". (66:8)

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:

I heard Messenger of Allah (ﷺ) saying: "By Allah, I seek Allah's forgiveness and repent to Him more than seventy times a day."

[Al-Bukhari].

Commentary:

1. It is an inducement for seeking pardon and forgiveness. The Prophet (PBUH), whose past and future sins were forgiven, asked Allah's forgiveness - then how about us, who commit sins on regular basis, not to seek pardon and forgiveness from Allah?
2. Sincere and ceaseless prayer for pardon is essential so that sins committed by us unintentionally are also forgiven. The above Hadith lays great emphasis on seeking pardon.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22317>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন